পাঠক ফোরাম

MYZ‡ši weRq

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মীর নাছিরকে ৯১ হাজার ৪১৮ ভোটে পরাজিত করে জয়লাভ করেছেন। নির্বাচনী প্রচারণায় দেখা গিয়েছিল সরকারের প্রায় ৩০ জন মন্ত্রী নির্বাচনী নিয়মনীতি অমান্য করে প্রচারে নেমেছিলেন। সেই সঙ্গে এমন প্রচারণাও চালানো হয়েছিল যে, সরকার সমর্থিত প্রার্থী মীর নাছিরকে নির্বাচিত করলে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি শহরের উন্নয়ন করবেন। নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে এ ধরনের আচরণ সাধারণ মানুষ প্রত্যাশা করেনি। তবে সবকিছুর পরও মহিউদ্দিন চৌধুরীর বিজয় প্রমাণ করে যে, সুষ্ঠু নির্বাচনের জনমত গড়ে উঠেছে। এ বিজয় গণতন্ত্রেরই বিজয়। মহিউদ্দিন চৌধুরী তার কাজের প্রতিফলন পেয়েছেন। সরকার ও বিরোধী দলের উচিত, মিটিং-মিছিল, বিবৃতি না দিয়ে জনগণের উন্নয়নে কাজ করে যাওয়া। প্রতিদান দেবে জনগণই।

শায়লা নাজনীন
আদাবর বাজার, শ্যামলী, ঢাকা

চাকরির নীতিমালা

আমিসহ অনেকেই দেশের বিভিন্ন প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করি। রাত ১০-১২টা অবধি কাজ করতে হয়। শুক্রবার তো দূরে থাক, সরকারি বিশেষ ছুটির দিনগুলোতেও দিন-রাত পরিশ্রম করতে হয়। এভাবে চলে আমাদের চাকরিজীবন। ৩০-৩৫ বছর চাকরি করে এখান থেকে অবসর নিয়ে আবার পরিবারের ওপর নির্ভর করতে হয়। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ৫০০ টাকায়ও চাকরি করতে দেখা যায় অনেককে। অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সার্ভিস রুল মানা হয় না, এমনকি বেতন কাঠামোরও কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা কর্তৃপক্ষ মেনে চলে না। এতে ভোগান্তির শিকার হতে হয় কর্মচারী ও শ্রমিকদের। মালিকপক্ষ আমাদের মতো সাধারণ কর্মচারী শ্রমিকদের কথা ভেবে দেখবেন কী?

শাহাবুদ্দিন আহমেদ শান্তা
পশ্চিম কাফরুল, ঢাকা

সীমান্ত সংকট

হঠাৎ করেই দেশের কয়েকটি স্থানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অতর্কিত হামলা করলো বিএসএফ। এতে কয়েকজন নিরীহ গ্রামবাসী মারা পড়লো। আখাউড়া, সিলেট, চুয়াডাঙ্গা এই তিন সীমান্তেই এবার বেশ জোরদার হামলা করেছে বিএসএফ এবং তা কোনো রকম উসকানি ছাড়াই। ভারত তার ক্রিকেট কূটনীতির মাধ্যমে এককালের চিরশত্রু পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরিতার অবসান ঘটাতে চাইছে। চীনেও তারা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি পাঠিয়ে শীতল কূটনৈতিক সম্পর্ক উষ্ণ করার চেষ্টা করছে। সেখানে বাংলাদেশের মতো একটি নিরীহ বন্ধুপ্রতিম ক্ষুদ্র প্রতিবেশীর সঙ্গে হঠাৎ এ বৈরিতা কেন তা সবারই প্রশ্ন। বিশেষত, আখাউড়া সীমান্তে দেখা গেছে বিএসএফ সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে বেশ কয়েক কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে হামলা করেছে। এর প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিডিআরের গুলিতে জীবন কুমার নামে এক বিএসএফ জওয়ান নিহত হয়। এ নিয়ে ভারত যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তা কোনো মতেই কূটনৈতিক শিষ্টতার মধ্যে পড়ে না। সে দিন প্রেসক্লাবের সামনে একটি ব্যানার চোখে পড়লো যাতে লেখা, 'বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থে বৃহত্তর প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে বৈরিতার অবসান ঘটাতে হবে। -প্রচারে ফরোয়ার্ড পার্টি।' আমার প্রশ্ন হলো, বৈরিতা কি বাংলাদেশ সৃষ্টি করেছে না ভারত? যদি দু'দেশের বৈরিতার অবসান ঘটাতেই হয়, তবে ভারতকে আগ্রাসী মনোভাব থেকে বিরত থাকতে হবে।

নওশের, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

স্বপ্নের হাতছানি

একজন মানুষ কখন মা ও মাটি ফেলে অজানার উদ্দেশে পাড়ি জমাতে চায় উন্নত দেশে? যখন দেখে ১৮-২০ বছর লেখাপড়া করে দেশে কোনো কাজ খুঁজে পায় না। একটি চাকরির জন্য হাহাকার করে যখন কোনো ব্যবস্থা হয় না তখন সর্বস্ব দিয়ে হলেও সে প্রবাসী হতে চায়। উপার্জন করতে চায় সামান্য কয়েকটি টাকা। দালাল নামক একশ্রেণীর মানুষরূপী কীটপতঙ্গের হাতে ধরা দেয়। তখনও জানে না যে সে একজন প্রতারকের খপ্পরে পড়ছে। দালাল আশা দেয় এতো টাকা দিলে তোমাকে অমুক দেশে পাঠাবো। আশাহীন যুবকরা দিয়ে দেয় সব কিছু। আর ওরা হয়ে ওঠে আঙুল ফুলে কলাগাছ। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় এতো জঘন্য ঘটনার পরও সরকার নীরব! ১১ জন যুবক ভূমধ্যসাগরের জলে মিশে গেল, ১৫ জন যুবক কী অবস্থায় আছে, তারা দেশে কিভাবে আসবে বা কী তাদের ভবিষ্যৎ, কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। আবার পত্রিকার হেড লাইন ৯০ যুবক গ্রিস যাওয়ার জন্য চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গিবাজারে নৌবাহিনীর হাতে আটক। অথচ সরকার চেষ্টা করলে এর সমাধান করতে পারে। কিন্তু একের পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে। ঘটনার নায়ক ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ওরা সুযোগ বুঝে কোপ মারার

রাষ্ট্রীয় ব্যর্থতা

সাপ্তাহিক ২০০০-এর ২২ এপ্রিল সংখ্যায় গোলাম মোর্তোজার মন্তব্য প্রতিবেদন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বিশেষ করে তার তীক্ষ্ণ ও ধারালো মন্তব্যে তিনি যে ব্যর্থতার কথা বলেছেন এমন ঘটনা বাংলাদেশী জনগণকে নিয়ে সরকার হরহামেশাই করছে। এমন ঘটনা দু-একটা বা ১০টাতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং শত শত এমনকি হাজারেও গিয়ে ঠেকতে পারে। কোন কাজটিতে সরকার সদিচ্ছা দেখাচ্ছে? সাভারে যে ট্র্যাজেডি হয়ে গেল, তা অন্য দেশে হলে ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিষয়টির সমাধান হয়ে যেতো। তাতে অবশ্যই অসংখ্য খেটে খাওয়া নিরীহ মানুষ বেঁচে যেতো। কিন্তু আমাদের সরকার নিধিরাম সর্দারের মতো বাগাড়ম্বর করলো। অথচ বিধ্বস্ত ভবনে চাপা পড়া মানুষগুলোকে উদ্ধারের জন্য বিদেশী সাহায্যের প্রতি ইচ্ছা হলো না। সরকারের এমন অনিচ্ছার কারণে যদি শত সহস্র মানুষকে লাশ হতে হয় তাহলে গণতান্ত্রিক দেশে সরকারের ভূমিকা, দায়িত্ব প্রশ্নের মুখে পড়াটাই স্বাভাবিক।

মনির
পোর্ট কেলাং, মালয়েশিয়া

বর্ষপূর্তির বিশাল আয়োজন

সাপ্তাহিক ২০০০ ভালোবাসা দিবস সংখ্যায় আমি গল্প পাঠিয়েছিলাম। আমার গল্পটি ছাপা হয়নি। হয়তো নির্বাচিত হয়নি। সেটা হতেই পারে। কিন্তু ভালো লেগেছে নেসক্যাফে কফির প্যাকেট উপহার পেয়ে। এ জন্য সাপ্তাহিক ২০০০ এবং নেসক্যাফেকে ধন্যবাদ। এবার বিশাল বর্ষপূর্তি সংখ্যা কিনলাম মাত্র ১৫ টাকায় সঙ্গে নেসক্যাফে কফির প্যাকেট। ভেতরে শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণের কবিতা, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যারের প্রবন্ধ, পর্যালোচনা, ফিচারসহ আরো অনেক লেখায় সমৃদ্ধ মনে হলো ১৮০ পৃষ্ঠার বিশাল সংখ্যাটি। সাপ্তাহিক ২০০০ ভালো লাগে আর নেসক্যাফে প্রিয় কফি ব্র্যান্ড। ভালোলাগার দুটোকে একসঙ্গে পাওয়া আমাদের পাঠকদের জন্য অবশ্যই বড় প্রাপ্তি। সাপ্তাহিক ২০০০-নেসক্যাফে জুটিকে আগামীতেও একসঙ্গে পাবো এমন প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি।

সাদ্‌উল্লাহ তোফায়েল, বিজি প্রেস স্টাফ কোয়ার্টার, তেজগাঁও, ঢাকা

চেষ্টায় থাকে। যদি সরকার কঠোর হতো তাহলে এভাবে প্রাণ দিতে হতো না। মরুভূমি, সাগরে পাড়ি দিয়ে নিঃস্ব হয়ে ফিরতে হতো না আমাদের তরুণদের।

রফিকুল ইসলাম মাহী
পশ্চিম চৌকিদেমী, সিলেট-৩১০০

দেশকে ভালোবাসি

দেশকে যদি ভালোবাসি তবে এতো হিংসা, ভেদাভেদ কেন? ভালো যদি বাস তবে এসো হে, একত্রে বসি। সব দ্বন্দ্ব ভুলে দেশের স্বার্থে একই পতাকাতলে দাঁড়াই সব বঙ্গবাসী। দেশকে গড়ার একই মন্ত্রে দীক্ষিত হই সবাই।

আয়শা রহমান
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ঐতিহাসিক সমঝোতা

পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারলাম কুমিল্লায় এডিবির ৩২ কোটি টাকার কাজ বিএনপি ও আওয়ামী লীগ নেতারা সমঝোতার মাধ্যমে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। সাধারণ ঠিকাদারদের আশপাশে ঘেঁষতেই দেননি। এই হলো আমাদের রাজনৈতিক দল। যারা দেশের সেবায় (!) নিয়োজিত। যেখানে দেশের প্রয়োজনে, জনগণের প্রয়োজনে তাদের সমঝোতা তো হয়-ই না বরং চিরবৈরী মনোভাব। আজ পর্যন্ত জাতির সংকট মুহূর্তেও আমাদের দুই নেত্রী শেখ হাসিনা আর বেগম খালেদা জিয়ার মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত হয়নি। আর আপোস, সমঝোতা, সেটা তো সুদূরপরাহত। জানি না নেত্রীদ্বয় উপরোক্ত ঐতিহাসিক (!) সমঝোতার কথা জেনেছিলেন কি না। ওদিকে সরকারের একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী ঠিকাদারদের উদ্দেশে বলেছেন, লেজ গুটিয়ে কুমিল্লা থেকে পালিয়ে আসা ঠিক

দৃষ্টি আকর্ষণ

ঢাকা-সিংগাইর-মানিকগঞ্জ সড়ক

ঢাকার গাবতলী থেকে হেমায়েতপুর হয়ে শহীদ রফিক সেতু পার হয়ে সিংগাইর দিয়ে মানিকগঞ্জ যাওয়ার রাস্তাটি গত বর্ষায় ভেঙেচুরে বিনাশ হয়ে গেছে। যাত্রীবাহী বাসে সিংগাইর যেতে যেখানে ৫০ মিনিট সময়ের প্রয়োজন হতো, সেখানে এখন দেড় ঘন্টায়ও যাওয়া যায় না। এ রাস্তাটি সড়ক ও জনপথ বিভাগের আওতাধীন। সিংগাইর উপজেলা থেকে তিন মাইল পথ মানিকগঞ্জ রাস্তায় নেমে বাঁদিকে মোড় ঘুরলেই মানিকগঞ্জ জেলার বিখ্যাত গ্রাম নওয়াধা পাড়িল। ভাষা শহীদ রফিকের বাড়ি এ গ্রামেই। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়ে এখানে বছরে একটি বড় মেলা হতো। এ মেলা উদ্বোধন করতে প্রায়ই বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আসতেন। একবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী মরহুম আতাউর রহমান খান এসেছিলেন। শীতের সময় প্রায়ই এখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু লোক অনুষ্ঠানগুলোতে যোগ দিতে আসেন। ভাষা শহীদ রফিকের শহীদ বেদিতে বহু লোক শ্রদ্ধা জানাতে আসেন। সিংগাইর-মানিকগঞ্জ রাস্তা থেকে নেমে পাড়িল যেতে প্রায় এক মাইল পথ। এ পথটি যেমন অপ্রশস্ত, তেমনই ভাঙা। এ পথটি জেলা পরিষদের আওতাধীন। ঢাকা-পাড়িল ভায়া সিংগাইর রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করা প্রয়োজন। আশা করি সওজ বিভাগ ও জেলা পরিষদ জরুরি ভিত্তিতে রাস্তা দুটি সংস্কার করার যথাযথ ব্যবস্থা করবে।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার, ২০, পুষ্পরাজ সাহা লেন, লালবাগ, ঢাকা

হয়নি। সাধারণ ঠিকাদারদের কি করা উচিত ছিল বা তারা কিইবা করতে পারতেন মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

রতন কুমার প্রসাদ
গ্রিন রোড, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

বিদ্যুৎ এবং বিপণন ব্যবস্থা

মানিকগঞ্জ কোতোয়ালি থানাধীন, বেকি বেঙরই, চর বারইল প্রভৃতি গ্রামে অসংখ্য বৈদ্যুতিক খুঁটি এবং তার টাঙানো রয়েছে। এমনকি এই নিভৃত পল্লীর গৃহে গৃহে মিটার বসানো রয়েছে। শুধু নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। আমরা খামারিরা এবং ইরি ধানের প্রজেক্টের মালিকেরা বিদ্যুতের অভাবের দরুন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। পোলট্রি ফার্মে একদিনের বাচ্চা তুষের ওপর ছেড়ে দিয়ে চিকগার্ড দিয়ে বেষ্টনী দিতে হয়। প্রথমাবস্থায় ৯৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রাখতে হয়। আস্তে আস্তে তাপমাত্রা কমিয়ে দিতে হয়। বিদ্যুতের অভাবে ২৫ টাকা লিটার দরে কেরোসিন কিনে ৫০০ বাচ্চা প্রতিপালনের জন্য প্রতি রাতে ৮ লিটার কেরোসিন তেলের প্রয়োজন হয়। এমনিতেই আমরা ফিড বিক্রেতাদের কাছে জিম্মি; তার ওপর এমন দুরবস্থা।

এখানে বিদ্যুতের অভাবে যেমন অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত, ঠিক তেমনি নগদ অর্থে কেউ ব্রয়লার মুরগি কেনেন না। আবার ফিড বিক্রেতারা মুরগি নিলে দু'মাসব্যাপী দাম পরিশোধ করে থাকেন। দেশে শিক্ষিত মানুষের অভাব নেই। সেমিনার, গবেষণাপত্র, বক্তৃতা, বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে ভরপুর। কিন্তু প্রদীপের নিচে অন্ধকার। না আছে বিদ্যুৎ, না আছে বিপণন ব্যবস্থা। বিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষিতজনেরা এ দুটি সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসবেন কি? কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

একেএম আলমগীর কবির
একেএম আলমগীর কবির
পোল্টি ফার্ম
মানিকগঞ্জ

মুক্তিযোদ্ধার আত্মহত্যা

লক্ষ্মীপুর জেলার রায়পুর উপজেলার চরআবাবিল গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম (৬০) আর্থিক দৈন্যতার কষ্ট সইতে না পেরে ৪ তলা বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন (সংবাদ, ২৬ এপ্রিল ২০০৫)। এই মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে। একই পত্রিকায় ২৭ এপ্রিল প্রকাশ হয়েছে, একই উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা আবদুল আলিমের (৬৫) অভাবের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা। দ্বিতীয় মুক্তিযোদ্ধাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন করা হয়েছে কি না জানা যায়নি। কি অদ্ভুত আমাদের রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি। যে মুক্তিযোদ্ধা অনাহারে-অর্ধাহারে দিনের পর দিন রোগশোকে ভুগে অবশেষে কষ্ট সইতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন, রাষ্ট্র তার খোঁজ নেবার প্রয়োজন মনে করেনি। অথচ আত্মহত্যার পর তাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় দাফনের ব্যবস্থা করেছে। নিপীড়ন, নির্যাতন আর শোষণের বিরুদ্ধে যে বীর সন্তানেরা জীবন বাজি রেখে যুদ্ধ করে জাতিকে উপহার দিয়েছেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। সেই স্বাধীন রাষ্ট্রে যখন মুক্তিযোদ্ধারা অভাবের কারণে আত্মহত্যা করেন তখন বলতে ইচ্ছে করে- এই স্বাধীনতার জন্যই কি বীর সন্তানেরা জীবনের সবটুকু উজাড় করে দিয়েছিলেন?

এটিএম সেলিম, জাংগালহাটা,
গোলাপগঞ্জ, সিলেট,
freedomshalim@yahoo.com

আমরা 'বিব্রতবোধ' করছি

আমাদের ঐতিহ্যবাহী বিচার ব্যবস্থায় দেশের শীর্ষ আদালতের অনেক মহামান্য বিচারপতিই অনেক সময় স্বব্যাখ্যাকৃত সঙ্গত (?) কারণে বিব্রতবোধ করে মামলার বিচার না করে বিচারে বিলম্ব ঘটাচ্ছেন। আমরা তাতে আশাহত হচ্ছি। গোলাম আযমের মতো ধিকৃত ব্যক্তিও দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্তে তার বাতিলকৃত নাগরিকত্ব ফিরে পেয়েছেন যা দেশের মানুষের প্রত্যাশা ছিল না। এখন আমরা আরো দেখছি সর্বোচ্চ আদালতের অনেক সিদ্ধান্তে জনগণের আশার প্রতিফলন থাকছে না। যেমন জনৈক বিচারপতি মহোদয়ের নিয়োগ-পরবর্তী সনদ বিতর্ক বা তাকে বিচারকার্য হতে বিরত রাখা বা তৎপরবর্তীতে সেই বিচারপতি মহোদয়ের সনদ বিতর্কে পত্রিকা সম্পাদকের সাজাপ্রাপ্ত হওয়া, এরপর ঐ বিচারপতি মহোদয়কে পুনরায় বিচারকার্যের দায়িত্ব দেয়া এবং সবশেষে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক তার আইন ব্যবসায় সনদ বাতিল হওয়া ইত্যকার ঘটনায় আমরা সাধারণ মানুষ দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থার প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে আজ 'বিব্রতবোধ' করছি। বর্ণিত অবস্থা ও ব্যবস্থায় আমাদের বিব্রত হওয়া ছাড়া কোনো মত প্রকাশের অধিকার রয়েছে কি?

আনিস উল হক, আইনজীবী সমিতি, নীলফামারী